শ্রীমৎ কৌটিল্য প্রণীতম্

চাণক্য-সূত্রম্

শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্ম-শাস্ত্রি বেদান্তভূষণ

কর্তৃক অনূদিত

শ্রীঅশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্তৃক ব্যাখ্যাত তথা সম্পাদিত

সদেশ

১০১বি, বিবেকানন্দ রোড, কোলকাতা-৬

প্রস্তাবনা

সূচনা : প্রাচীন ভারতের খ্যাতিমান কূটনীতিজ্ঞ, রাজনীতিবিদ ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত গোষ্ঠীর নাম উল্লেখ করলে চাণক্যের নাম প্রথমেই স্মরণ করতে হয়। মানুষের জীবনে কিভাবে চলা, বলা ও বাস করা উচিত সে সম্পর্কে কোন নীতিশিক্ষা দিতে গেলে প্রায়শঃই চাণক্যের নীতিবাক্যই এসে যায়। এই চাণক্য সম্পর্কে কয়েকটি উক্তি যেমন—

'চাণক্যমাণিক্যমমূল্যরত্নম্
ত্রিদিবেঽপ্যলভ্যম্।' (তারাশর্মা)

'বুদ্ধিরেব জয়ত্যেকা পুংসঃ সর্বার্থসাধনী।
যদ্‌বলাদেব কিং কিং ন চক্রে চাণক্য ভূসুরঃ॥ (রবিনর্তক)
মস্তিষ্কে তস্য চাত্যর্থ্য বৃহস্পতি সমংধিয়া।
চাণক্যং স্থাপয়িত্বা তং স মন্ত্রী কৃতকৃত্যতাম্॥ (কথাসরিৎসাগর)
নীতিশাস্ত্রামৃতং ধীমানর্থশাস্ত্রমহোদধেঃ।
সমুদ্ধরে নমস্তস্মৈ বিষ্ণুগুপ্তায় বেধসে (কামন্দক)

প্রভৃতি অসংখ্য প্রশস্তিবাক্য পাওয়া যায় এবং এই গ্রন্থেরও পরিসমাপ্তিতে ধৃত

নানাসন্দর্ভ সারোত্থং গভীরার্থপ্রকাশকং
বালানামাস্তবোধায় কৌটিল্যেন কৃতং পুরা॥
নানাশাস্ত্রোদ্ধৃতং বক্ষ্যে রাজনীতি সমুচ্চয়ম্।
সর্ববীজমিদং শাস্ত্রং চাণক্যং সার সংগ্রহম্॥

—এরূপ তিনটি প্রশস্তিবাক্য পাওয়া যায়; সেরূপ আবার চাণক্য সম্পর্কে আধুনিক গবেষকদের সংশয়েরও অভাব নাই। তথাপি চাণক্যকে কেউ অস্বীকার করতে পারেন না।

চাণক্য সমস্যা বিবাদ হয় অর্থশাস্ত্র প্রণেতা কৌটিল্য ও নীতিশাস্ত্র প্রবক্তা চাণক্য একব্যক্তি বা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি এই নিয়ে। বিভিন্ন প্রমাণের মাধ্যমে অর্থশাস্ত্র রচয়িতা কৌটিল্য বা বিষ্ণুগুপ্ত ও মৌর্যচন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্য একই ব্যক্তি বলে অধিকাংশ পণ্ডিতই স্বীকার করেন। দুটি উল্লেখ যোগ্য প্রমাণ হলো—যে অর্থশাস্ত্র কৌটিল্যের রচনা বলে প্রসিদ্ধ সেই অর্থশাস্ত্রের সমাপ্তিকার্যে গ্রন্থকার লিখে গেছেন—

দৃষ্ট্বা বিপ্রতিপত্তিং বহুধা শাস্ত্রেষু ভাষ্যকারাণাম্।
স্বয়মেব বিষ্ণুগুপ্তশ্চকার সূত্রং ভাষ্যং চ॥

দ্বিতীয় উল্লেখ্য প্রমাণ হলো, হেমচন্দ্রের 'অভিধান-চিন্তামণি'-গ্রন্থে বলা হয়েছে—

"বাৎস্যায়নো মল্লনাগঃ কৌটিল্যশ্চণকাত্মজঃ।
দ্রামিলঃ পক্ষিলস্বামী বিষ্ণুগুপ্তোঽঙ্গুলশ্চ সঃ ॥"

'পক্ষিল' নাম হয়েছে চাণক্য তার্কিক ছিলেন ব'লে। রাজনীতিবিদ্ হওয়ার কারণে তিনি 'কৌটিল্য'। জ্যোতির্বিদ্যার গ্রন্থে তাঁর নাম বিষ্ণুগুপ্ত। কামশাস্ত্রের গ্রন্থে নাম বাৎস্যায়ন। নীতিশাস্ত্রের গ্রন্থে নাম চাণক্য। বিরাট যোদ্ধা হিসাবে নাম হয়েছে 'মল্লনাগ'। 'অঙ্গুল' শব্দের পরিবর্ত পাঠ 'অংশুল'। তার অর্থ বলবান, বৃষস্কন্ধ প্রভৃতি হতে পারে। তাঁর ডাক নাম ছিল খণ্ডদৎ। মায়ের প্রতি আনুগত্যের প্রমাণ হিসাবে তিনি তাঁর একটি দাঁত উপড়ে ফেলেন—এরকম সব প্রবাদ আছে।

চণকস্য মুনেঃ গোত্রাপত্যং—এই অর্থে চাণক্যপদ সিদ্ধ হয়। চণক শব্দের উত্তর ষ্যঞ্ প্রত্যয়ের দ্বারা। 'গোত্রাপত্য' বলতে পৌত্রাদি বোঝায়। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পুত্রাদিকেও বুঝিয়ে থাকে। সুতরাং ব্যাকরণ অনুসারে চণকমুনির বংশে জাত পুত্র-পৌত্রাদির কেউ চাণক্য হবেন—এরকম বলা চলে। 'দশরূপকে'র 'অবলোক' টীকায় ধনিক 'বৃহৎকথা' থেকে যে শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতে 'চাণক্য' নাম আছে। "চাণক্যনাম্না তেনাথ···"। 'কথাসরিৎসাগরে' সোমদেবভট্টও 'চাণক্য,' নাম গ্রহণ করেছেন—"চাণক্যং স্থাপয়িত্বা···॥" 'পঞ্চতন্ত্রা'দিতেও 'চাণক্য' নাম। 'স্কন্দপুরাণে' ও 'চাণক্য' নামই দেখা যায়। "ততোঽপি দ্বিসহস্রেষু দশাধিকশত-ত্রয়ে। ভবিষ্যং নন্দরাজ্যং চ চাণক্যো যান্ হনিষ্যতি ॥"

কৌটিল্য নামের ব্যুৎপত্তি 'উপাধ্যায়নিরপেক্ষা' টীকায় এভাবে দেওয়া হয়েছে—"(কুটল) কুটিলত্বাৎ (কুটোঘট) কুটির্ঘট উচ্যতে। তং ধান্যপূর্ণং (ভৃতং) লাম্ভি সংগৃহ্নন্তি প্রাতঃসময়ে হোমাদ্যর্থং নাধিকং, অধিকং তু ব্রাহ্মণানুদ্দিশ্য সদ্যঃ প্রক্ষা-লয়ন্তি ইতি কুটিলাঃ। কুম্ভীধান্যা ইতি প্রসিদ্ধাঃ। অতএব কুটিলনামাপত্যং বিষ্ণুগুপ্তঃ কৌটিল্যঃ।" কুট ধান্যপূর্ণ ঘট। যাঁরা তা সঞ্চয় করেন তাঁরা কুটল। সেই বংশেজাত ব্যক্তি কৌটিল্য। 'কুটল' শব্দের অন্য আরেক অর্থ কুম্ভীধান্য। যাঁরা এক বৎসরের জীবন ধারণের মত খাদ্যশস্য সঞ্চয় করেন তাঁরা কুটল। সেই বংশে জাত ব্যক্তি কৌটিল্য।

মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী 'কুটলগোত্রে জাত ব্যক্তি' এই অর্থে কৌটল্য নাম করেছেন; কৌটিল্য নয়। কিন্তু 'কৌটিল্য' নামই বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে, যেমন বাণভট্টের 'কাদম্বরী', বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস', কামন্দকের 'নীতিসার', 'বিষ্ণুপুরাণ', 'ভাগবত' প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। চাণক্য অসাধারণ কূটবুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন। কুটিলমতি হওয়ার কারণে 'কৌটিল্য' নামে তিনি খ্যাত হন—এরকম ব্যাখ্যা অনেকে দিয়েছেন। 'মুদ্রারাক্ষসে' আছে "কৌটিল্যঃ কুটিলমতিঃ স এষঃ"। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে চাণক্যের 'কৌটিল্য' এই অপবাদসূচক নামের সঙ্গে 'বাহুদন্তিপুত্র' (ইন্দ্র), 'বাতব্যাধি' (উদ্ধব), 'কৌণপদন্ত' (ভীষ্ম), 'পিশুন' (নারদ) ইত্যাদি নাম তুলনীয়। 'দ্রাবিল' নাম হওয়ার কারণ যুদ্ধে নেতৃত্বপ্রদান।